প্রসঙ্গ

# জনপ্রতিনিধি

জনপ্রতিনিধি শাব্দিক বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় জনগণের প্রতিনিধি। একজন মানুষ জনপ্রতিনিধি হয়ে উঠেন তখনই, যখন তিনি জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন থেকে জনগণের স্বার্থ রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার থাকেন। জনগণের জন্য ত্যাগ, প্রেম, সাধুতা, সৌজন্যতাবোধ, ক্ষমা করার মানসিকতা, সাহস, অনুগ্রহ, আত্মবিশ্বাস, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সমদর্শনের গুণাবলী নিজের মধ্যে চর্চার মধ্য দিয়ে একজন সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেন জনপ্রতিনিধি। জনপ্রতিনিধিরাই প্রতিনিধিত্ব করেন জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার, জনগণের আমানত রক্ষার, দেশের সম্পদ রক্ষার ও সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে দেশকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার। আমাদের দেশের জনপ্রতিনিধিরা (তথাকথিত) 'জন' শব্দটিকে বাদ দিতে ব্যস্ত থাকেন। হয়ে যান প্রতিনিধি। তাও আবার দেশের জনগণের নয়, প্রতিনিধি হয়ে যান অক্সিডেন্টাল, ইউনিকল, নাইকো কোম্পানির। একই সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার। তাই তারা দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত থাকেন এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করেন নাইকো, অক্সিডেন্টালের মতো কোম্পানির। তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হয়ে উঠে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নাইকো, অক্সিডেন্টালের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা।

এ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ছলে বলে কৌশলে লুণ্ঠন, না হলে জোর প্রয়োগে, জনস্বার্থবিরোধী গোপন চুক্তির মধ্য দিয়ে তারা তাদের ওপর নাইকো এবং অক্সিডেন্টালের মতো কোম্পানির অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও যাবেন। দেশের ১৪ কোটি মানুষের সম্পদ আমানত হিসেবে রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে খেয়ানত করেছেন যথাযথভাবে, পক্ষান্তরে যথাযথ দায়িত্ব পালন করছেন নাইকো এবং অক্সিডেন্টালকে তাদের দায় থেকে মুক্ত করার প্রয়াসে। সুচারুরূপে পালন করছেন তাদের দায়িত্ব।

তারা টেংরাটিলা গ্যাসকূপে সংঘটিত ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলছেন । আমি এটিকে একটি ঘটনা বলতে চাই- এটি কোনো দুর্ঘটনা নয়। পত্রপত্রিকার রিপোর্ট, প্রাপ্ত তথ্য ও বিশেষজ্ঞদের অভিমতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়েছে যে, টেংরাটিলা কূপে সংঘটিত ঘটনার কারণ আর মাগুরছড়া গ্যাসকূপে অক্সিডেন্টাল কর্তৃক ঘটানো ঘটনার কারণ বা ত্রুটি একই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. বদরুল ইমামের পরিবেশিত তথ্য থেকে জানা যায়, গত ২৪ জুন সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার থানার অন্তর্গত টেংরাটিলা গ্যাসফিল্ডে রিলিফ ওয়েল ড্রিলিংয়ের সময় সংঘটিত ব্লো আউট। ৭ জানুয়ারি সংঘটিত ব্লোআউটের ফলোআপ মাত্র এবং তা মাগুরছড়া গ্যাসকূপে সংঘটিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়।

বাপেক্স, বাংলাদেশ গ্যাসফিল্ড কোম্পানি লিমিটেড ও সিলেট গ্যাসফিল্ড কোম্পানি লিমিটেড তিনটি বাংলাদেশী গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানিকে পাশ কাটিয়ে তুলনামূলকভাবে অনভিজ্ঞ কানাডীয় নাইকো কোম্পানিকে (কানাডায় যাদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই) মাত্র ১০০ কোটি টাকার বিনিময়ে ২৮ কোটি টাকার (চারটি ডেভেলপমেন্ট কূপ এর জন্য খরচ) গ্যাসসম্পদ দিয়ে দেওয়ার জয়েন্ট ভেঞ্চার চুক্তি (জেভিএ) করা হয়েছে- দায়িত্বহীনতা ও উদাসীনতার এমন নির্লজ্জ উদাহরণ আর কি হতে পারে! এমনকি টেংরাটিলায় কূপ খননের জন্য ডিজাইন যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন পর্যন্ত নেয়া হয়নি। দুরভিসন্ধিমূলক চুক্তি করার মধ্য দিয়ে দেশের সম্পদকে বিদেশী কোম্পানির কাছে তুলে দেয়ার এ হীন চক্রান্ত এবং তারই ধারাবাহিকতায় মাত্র ৬ মাসের মধ্যে পর পর দুটি ব্লো আউটের ঘটনা পরিকল্পিত অপরাধেরই নামান্তর।

বহুল প্রচলিত বাংলা প্রবাদ রয়েছে, 'চোরের মায়ের বড় গলা'। দুর্ঘটনার নামে পরিকল্পিত ঘটনা ঘটানো হয়েছে মানুষের জানমালের, সর্বোপরি দেশীয় নবায়ন যোগ্য নয় এমন সম্পদ- গ্যাসের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করার পর যেখানে অনুতাপ, অনুশোচনা, অপরাধবোধ তৈরি হওয়ার কথা, যেখানে জনতার উচিত সেসব অপরাধীচক্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, সেখানে উল্টো সরকারি পেটোয়া বাহিনীর (পুলিশ) বেধড়ক লাঠি পেটায় আহত হয়েছেন ৩০ জন গ্রামবাসী। গ্রামবাসীর অপরাধ- দেশীয় সম্পদ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নিয়েছেন, নাইকোর সঙ্গে সরকারের গ্যাস উত্তোলন চুক্তি বাতিল, এলাকাবাসীর ক্ষয়ক্ষতিসহ পুড়ে যাওয়া গ্যাসের ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবিতে তারা সো চার, তাই তারা করেছেন হরতাল, করেছেন সড়ক অবরোধ। এ ছাড়াও ১০ জুলাই হরতাল পালন ও সড়ক অবরোধের সময় দুজনকে গ্রেপ্তার করে ৪ ঘন্টা আটকে রাখার পর জনতার চাপে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কোনো রকম তদন্ত ছাড়াই ঘটনা ঘটানোর পরপরই বাপেক্সের দুজন কর্মচারীকে সাসপেন্ড করা হয়। ২৪ জুন, ২০০৫ রাত আড়াইটার দিকে গ্যাস ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফা আগুন লাগার পর মানুষ যেখানে দিশেহারা, ভীত, নারী ও শিশু যেখানে আতঙ্কিত, মানুষের অসুস্থতা দিনে দিনে যেখানে বাড়ছেই, বমি, শ্বাসকষ্ট, হাত-পায়ে ঘা, বিষফোঁড়া , চুলকানি, সর্দি জ্বর, চোখ ফোলা ইত্যাদি অসুখে টেংরাটিলাবাসী ভুগছেন; যখন সেখানে দরকার ডাক্তার, বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের ব্যবস্থা করা, যখন তাদের দেওয়া প্রয়োজন মানসিক সহায়তা, তখন উল্টো তাদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে হরতাল পালনের সময় আহত করা হয়েছে।

গত ৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগ অডিটোরিয়ামে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন ও ভূ-তত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'টেংরাটিলা গ্যাস কূপ বিস্ফোরণ : একটি পর্যালোচনা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে ড. বদরুল ইমাম তার বক্তৃতায় একটি উক্তি করেছিলেন, সেটি হচ্ছে - বাংলাদেশের একটি সমস্যা আছে, আর তা হচ্ছে সততার সমস্যা। আমি স্যারের সঙ্গে একমত পোষণ করে আরেকটু যোগ করতে চাই। আরও একটি সমস্যা রয়েছে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের। তা হচ্ছে নির্লজ্জতা। আমাদের জনপ্রতিনিধিরা বিমান ক্রয়ে দুর্নীতি করেন, ঘুষ বাবদ গাড়ি নেন- মন্ত্রিত্ব হারান, লঞ্চডুবির ফলে উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যর্থতার দায়ভার না নিয়ে বরং ১৪ কোটি মানুষকে আশ্বাস বাণী শোনান- 'আগামী শীতে পানি কমলে লঞ্চটি উদ্ধার করা হবে', স্বজনহারা আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনার বাণী শোনান- 'আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে', মাগুরছড়া গ্যাসকূপে অগ্নিকান্ডে অক্সিডেন্টালকে যাতে ক্ষতিপূরণ না দিতে হয় সেজন্য রিপোর্ট আটকে রাখেন (সাবেক জ্বালানি সচিব)। কোনো রকম নিয়মনীতি না মেনে নাইকো নামক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে একটি চুক্তির মাধ্যমে দুটি গ্যাসক্ষেত্র দিয়ে দেয়া, নিজেদের আবিষ্কার করা গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাস মজুদ থাকার পরও পরিত্যাক্ত দেখানো, দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ঘুষ লেনদেনের বিনিময়ে দেশের সম্পদ বিদেশী কোম্পানির কাছে তুলে দেয়া- এসব কিছুই নিলর্জ্জতারই নামান্তর। নিচে নামারও তো একটা পর্যায় থাকে। কিন্তু তারা বোঝেন না কোথায় তাদের অবস্থান, কোথায় তারা নামছেন, কি তারা করছেন। অথবা বুঝতে চানও না। কারণ বুঝলে স্বার্থ হাসিল সম্ভব হবে না।

তাই জনপ্রতিনিধি থেকে বিদেশী কোম্পানির প্রতিনিধিতে পরিণত হওয়া ব্যক্তিদের ওপর আর নির্ভর করে না দেশবাসী। জনগণকে আজ উপলব্ধি করতে হবে বাংলাদেশের তেল, গ্যাসসম্পদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক একমাত্র এ দেশের জনগণই। আজ আর প্রতিবাদ করলে চলবে না, প্রতিরোধ করতে হবে দেশীয় দুর্নীতিবাজ লুটেরা শ্রেণীকে ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে।

**এম আনোয়ার হোসেন**